জৈন ধর্ম

প্রাণনাথ মহান্তি

জৈনধর্ম : সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংপর্কতে -

বেদকে স্বীকার করবা ভারতীয় ধামিক মধ্যতে জৈনধর্মহছে অন্যতম ।ধর্ম নিজর নৈতিক আচরণ , যথা - অহিংসা,ত্যাগ, তপস্যা আদি গুণকে মুখ্য বোলে স্বীকার করে । " জৈন "শব্দর সৃষ্টি হল "জীন " যাহার অর্থ হল " সেই পুরুষ , যে কি মানবীয় বাসনাকাল উপরে বিজয় হাসল করবা "। অর্হত বা তীর্থর সেই স্তর ব্যক্তি । তাদের প্রবর্ততি ধর্মকে জৈনধর্ম বলাযাএ ।

জৈনধর্ম দুটি প্রমুখ শাখা হছে "দিগম্বর " এবং "শ্বেতাম্বর "। দিগম্বর অর্থ হল - দিগ অছে অম্বর বা বস্ত্র যার অর্থহছে উলগ্ন । এহা হছে অপরিগ্রহ ও ত্যাগর জঙ্কলন্ত উদাহরণ ।সমস্ত প্রকার সংগ্রহ ত্যাগর এহার মূল লক্ষ । এই শাখার মততে স্ত্রীকে মুক্তি মিলেনা , কারণ তারা সংপূর্ণ্ণ রূপে বস্ত্র ত্যাগ করতেপারবেনা ।এই শাখার মূর্তি মধ্য নগ্ন থাকে । এইঅনুযায়ী শ্বেতাম্বর শাখাদ্বারা মান্য অঙ্গ সাহিত্য মধ্য প্রমাণিত বোলে স্বীকার করেনা । শ্বেতাম্বর অর্থ হল -যারা শুক্ল বস্ত্র পরিধান করে । তারা নগ্নতা বিশেষ গুরুত্ব দিএনা । তাদের মূর্তি কচ্ছা মেরে বস্ত্র পিন্দে । এই দুই সংপ্রদায় মধ্যতে কুনু মৌলিক অন্তর দেখাযাএনা । তাদের নামে মধ্য একটি জৈনধর্ম শাখা আছে । এই মতালম্বীরা উগ্র-সুধাকর রূপে বিবেচিত হএথাকে ।

জৈনধর্মলম্বীরা বিশ্বাস যে এইধর্ম হছে অনাদি ও সনাতন, কিন্তু কালদ্বারা সীমিত। অতঃ এহার বিকাশ ও তিরোভাব ক্রমতে - দুই চক্র (১) উসর্পিণী ও (২) অবসর্পিণী নামতে বিভক্ত । উসর্পিণী অর্থ হল উর্ধ্ব গতি । এহা দ্বারা জীব অধোগতিতে ক্রমশঃ উতম গতি প্রাপ্ত হএ এবং অবসর্পিণী জীবন ও জগত ক্রমশঃ উতমগতি অধোগতিকে প্রাপ্ত হএথাকে । তাদের মততে - "বর্তমান সময় " অবসর্পিণী র ৫ম যুগ ভোগ হছে ।

জৈনধর্ম মততে প্রত্যেক চক্রতে ৰচবিশ জণা তীর্থরা থাকে । প্রচলিত

চক্রতে মধ্য চবিশ জণা তীর্থরা অবতরিত হএসারলণি ।এই ৰচবিশ জণা নাম ও বৃত সুরক্ষিত রহেছে । এই মতর আদি তীর্থঙ্কর হছে রুষভদেব । এই সনাতন ধর্মী হিন্দুরা বিষ্ণুর চবিশ অবতার মধ্যতে অন্যতম বোলে গ্রহণ করেছে । এই মানব-ধর্ম (সমাজ-নীতি ও রাজনীতি)র ব্যবস্থা প্রৰচলিত হএছে । এই ধমর্র ত্রয়োবিংশ তীর্থ হছে পার্শ্বনাথ ।খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬তে সে নির্বাণ প্রাপ্ত হএছে । চতুবিংশ তীর্থঙ্কর বা জৈনধর্মর অন্তিম প্রবর্তক হছে মহাবীর । এহার জন্ম সময় খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ বর্ষ । লিচ্ছবি গণসংঘস্থিত বৈশালি নিকটস্থ কুণ্ডনপুর এহার জন্ম । বাল্যকালে তার নাম ছিল বর্ধমান ।

তিরিশ বর্ষ বয়সতে সে পরিবার ও সাংসারিক বন্দনতে মুক্ত হএ বনকে ৰচলেগেল । বার বর্ষরযাক এক আসনতে বসে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিৰচারতে মগ্ন রহিবাপরে তার জ্ঞানপ্রাপ্ত ও সর্বজ্ঞাত হল । তাই হৰেছ তার সমস্ত কর্ম উপরে বিজয়লাভ অবস্থা বা জীন । তারপর অষ্টাদশ গুণযুক্ত তীর্থ ভাবে নিজর সিধান্ত প্রৰচার কিরি মহাবীর রূপে প্রসিদ্ধ লাভ কল । জীবনে বাস্তরী বর্ষ বয়সতে সে অন্তিম উপদেশ দিএ নির্বাণ প্রাপ্ত হল ।

জৈনধর্ম ধামিক উপদেশ হছে মূলতঃ নৈতিকতাপূর্ণ্ণ । সেগুণ বিশেষ করি পার্শ্বনাথ ও মহাবীর শিক্ষা ও উপদেশ মঢ়ধ্যতে সংগৃহীত । পার্শ্বনাথ মত অনুসার চারটি মহাৱত হছে - ১) অহিংসা , ২) সত্য , ৩)অস্তেয় ও ৪) অপরিগ্রহ কিন্তু মহাবীর সেই ৱহ্মচর্য্য যোগ করি ৫ মহাৱত রূপে সিধান্ত ঘোষণা কল । বাস্তবরে জৈনধর্ম মূলধারা হছে “অহিংসা ”। মন, বচন ও কর্ম কাকে দুঃখ নাদিবা হছে প্রকৃত অহিংসা । এহার স্থলে এবং অনিবার্য্য রূপ হছে প্রাণিবিধ নাকরবা ।জৈনধর্মর আচরণ শাস্ত্র অত্যন্ত বিশাল । তার মততে তীর্থঙ্কর হৰেছ অতিভৌতিক পুরুষ ।

আত্মাকে প্রকৃতি মিশ্রণ উধার করে কৈবল্য প্রাপ্তি অবস্থাতে হছে "জৈনধর্ম ও দর্শন" উক্ষেশ্য । জৈনধর্ম কাহার সহায়তা বিনা নিজর পুরুষার্থ দ্বারা মার্গ বলেছে । "ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন"কে এহা বহু পরিমাণ প্রভাবিত করবা সমর্থ হএছে ।

সেই প্রাৰচীন ধর্মর কিত পরিচয় দিবা উক্ষেশ্যতে বৈদিক সাহিত্যর বিশিষ্ট আলোচক শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ মহান্তি এই পুস্তক রচনা করেছিল ।এহাদ্বারা পাঠক-পাঠিকা অবশ্য উপকৃত হবা আমার বিশ্বাস । ক্ষুদ্র হলে হেঁ এই পুস্তক প্রকাশ করবা রাষ্ট্রভাষা সমবায় প্রকাশন নিজেকে গৌরব মনে করে ।

রাষ্ট্রভাষা রোড , কটক - ১ সংপাদক

তা ২২/৬/৮৬ রাষ্ট্রভাষা সমবায় প্রকাশন

সূচীপত্র

বিষয়

আগম-গ্রন্থ
আরামর সূচী
অঙ্গমানঙ্কর বর্ণ্ণনা
উপাঙ্গ
প্রকীর্ণ্ণক
ছেদসূত্র
সূত্র
মূলসূত্র
আগমর টীকা
দিগম্বর আরম
ষটখণ্ডাগম
জৈন পুরাণ

জৈনধর্ম

জৈনধর্ম ভারতর মহত্বপূর্ণ ধর্মমানঙ্ক মধ্যতে অন্যতম। কালক্রমতে এহা অনেক প্রাচীন ধর্মরূপে স্বীকৃত। সময় ছিল জখনি জৈনধর্ম এবং বৌধ ধর্মর পরস্পর কালক্রমে বিষয়তে কোন নিশ্চীত মত ছিলনা, পরন্তু এখন পুষ্ট প্রমাণমানঙ্ক সহায়তাতে জৈনধর্ম বৌধধর্মথেকে প্রাচীনতা সিধ হএছে । "দীঘনিকায়" তে জৈনধর্মর অন্তিম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরঙ্ক উল্লেখ তকালীন বিখ্যাতনামা ষট তীর্থমানঙ্ক মধ্যতে "নিকণ্ঠনাতপুত " নামতে করাগেছে। "নিরাণ্ঠ" শব্দ হছে "নিগ্রন্থ " শব্দর পালি রূপান্তর মাত্র। ভব-বন্ধনর গ্রন্থিমান খুলাথাকবা জনে মহাবীরঙ্কু এই উপাধী দিআগেছে। সর্বজ্ঞ, রাগ-স্কেষর বিজয়ী এবং তৈলোক্য পূজিত সিধপুরূষ মানঙ্ক ("অহর্ত ") দ্বারা প্রচারিত হবা জনে এই ধর্মকে "আর্হত" বোলাযাএ। রাগদ্বেষরূপী শত্রুমানঙ্ক উপরে বিজয়প্রাপ্ত করবা জনে বর্ধমান "জিন " নামতে বিখ্যাত হএছিল এবং তাঙ্কদ্বারা প্রচারিতহবা জনে এই ধর্মকে জৈনধর্ম বোলাযাএ।এই নামকরণ মূলতে এ ধর্মর আচার প্রধানতা হিঁ মূখ্য কারণ।

জৈন লোকে নিজ ধর্ম প্রচারক সিধমানঙ্কু তীর্থঙ্কর বোলাযাএ।"তীর্থঙ্কর " শব্দর অর্থহল মার্গ-স্রষ্টা।প্রসিদ্ধি আৰেছ ভিন্ন ভিন্ন যুগতে চবিশ(২৪) তীর্থঙ্কর এধর্মর প্রচার করেছে।এধর্মর

আদ্য তীর্থঙ্কর নাম হল রূষভদেব এবং অন্তিম তীর্থঙ্কর হল বর্ধমান মহাবীর।মহাবীরঙ্ক আগথেকে পার্শ্বনাথ এ ধর্মর সিধান্তমানঙ্কর বিপুল প্রচার করেছিল।পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর নিসন্দেহ ঐতিহাসিক ব্যক্তিছিল।পার্শ্বনাথঙ্ক জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে কাশীতে হএছিল।সে সতুরি বর্ষ পর্য্যন্ত জৈনধর্মর উপদেশ দিএ সমেত পর্বত (গয়া জিল্লা) উপরে নির্বাণ প্রাপ্ত করেছিল।মহাবীরঙ্ক জন্ম (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯অব্দ- খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭অব্দ) বৈশালী (মহাফরপুর জিল্লা বসাঢ নামক গ্রাম)তে জ্ঞাতৃক নামক ক্ষত্রিয় বংশতে হএছিল। তাঙ্ক পিতাঙ্ক নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতাঙ্ক নাম ত্রিশলা। ষাঠবর্ষ বয়সতে সে যতিধর্ম গ্রহণ করে বড কঠোর তপস্যার সাধনা করেছিল এবং তের বর্ষকাল অবিচ্ছিন্ন অভ্যাসদ্বারা কৈবল্যজ্ঞান প্রাপ্ত করেছিল।তাঙ্কর এবং পার্শ্বনাথঙ্ক শিক্ষাতে সামান্য অন্তর দৃষ্টিগোৰচর হএ।পার্শ্বনাথ, অহিংসা,সত্য, অস্তেয়,ও অপরিগ্রহ এৰচারি মহাৱত প্রণয়ন করে এহা প্রৰচলন উপরে জোর দিএৰিছল। পরন্তু মহাবীর ৱহ্মৰচর্য্যকে মধ্য ততিকি ঊপাদেয় এবং আবশ্যক মেনেকরে ৫ম মহাৱত স্বীকার করেৰিছল।পার্শ্বনাথ বস্ত্রধারণ করবার পক্ষপাতি ৰিছল,পরন্তু মহাবীর অপরিগ্রহ ৱতর পূর্তি জনে বস্ত্রপরিধানকে মধ্য ত্যাজ্য করেৰিছল।এমতন জৈনমানঙ্ক মধ্যতে শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর সংপ্রদায় ভেদ অত্যন্ত প্রাৰচীনকাল থেকে ৰচলে এসেৰেছ।

মহাবীরঙ্ক মৃত্যুপরে জৈনধর্মকে বিশেষ রাজাশ্রয় মধ্যপ্রাপ্ত হএছিল।মগধর নন্দবংশী নরেশ এবং কলিঙ্গর অধিপতি সম্রাট

খারবেল জৈনধর্মর অনুযায়ী ছিল।ইতিহাস সাক্ষী আছে মৌর্য্যবংশর সংস্থাপক সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মধ্য জৈনধর্মনুযায়ী ছিল।প্রসিধি আছে যে চন্দ্রগুপ্তঙ্ক রাজ্যর অন্তিমকালতে বারবর্ষ পর্য্যন্ত এক বড দুর্ভীক্ষ পডেছিল।তখতনি সময়তে পাটলিপুত্রতে জৈনধর্মর আচার্য্য ছিল ভদ্রবাহু ।দুর্ভীক্ষ জনে ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশকে চলেগেল এবং আবার এসে ছিলনা। ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশকে চলেযাবাপরে সংঘভদ্র জৈনধর্মর প্রধান নেতা হএছিল। সে কঠিন পরিস্থিতিতে ধর্মর কঠোর নিয়ম মানঙ্কর যথাবত পরিপালন নাহবার দেখে সংঘভদ্র জৈনচারাতে অনেক সংশোধন করেছিল ।প্রাচীন সংঘ নগ্নতার আদর্শর প্রাধান্য ছিল, পরন্তু এখনি মগধ সংঘ শ্বেতাম্বরর(শ্বেতবস্ত্র) ধারণ করবা যতিমানঙ্ক জনে ন্যায়ানুমোদিত বোলি বোলাগেল।এমন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে জৈনধর্মতে দিগম্বর তথা শ্বেতম্বর সংপ্রদায়মানঙ্কর উত্পতি হএছিল। তত্বজ্ঞান বিষয়তে দুইমত মধ্যতে বিশেষ মতভেদ নাহিঁ, পরন্তু আচার বিষয়তে পর্য্যাপ্ত মতভেদ রহেছে।

ভূংক্তে ন কেবলী ন স্ত্রী , মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ ।
প্রাহুষো ময়ং ভেদো, মহান শ্বেতাম্বরঃ সহ ॥

আগম গ্রন্থ

মহাবীর উপদেশ সাস্বত্ব গ্রন্থতে সুরক্ষিত হএছে ? এহার উত্তর দুত সংপ্রদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপদিএ ।শ্বেতাম্বর সংপ্রদায়র কথন হল আজকাল জৈন আগম হছে । পরন্তু দিগম্বর সংপ্রদায়র আস্থা রাখেনা । এই আগমন দিগম্বর আগম মানবা প্রস্তুত নই । এই সব আগমন লিপিবধ হএ ইতিহাস উপলস্ক ডএ তাই মধ্য অত অব্যবস্থিত যে সমগ্র জৈন-আগমন মহাবীর বাণী মানবা মধ্য প্রস্তুত নই ।

মহাবীর ততকালীন লোকভাষাতে উপদেশ দিছিল । এই লোকভাষা নাম হল অর্ধমাগমী বা আর্ষ প্রাকৃত । মহাবীর প্রধান ঘণধর (শিষ্য)ছিল গৌতম ইন্দ্রভূতি , যে মহাবীর উপদেশকে ১২“অঙ্গ ” তথা ১৪ “পূর্ব ” নিবিধ করেছে । এই “অঙ্গ ” এবং “পূর্ব ” সেই গ্রন্থনাম । যাই মহাবীর মুখে শিক্ষালিপি রূপে নিবিধ করেছিল । যেই বিদ্বান সেই অঙ্গ এবং পূর্ব পরগামী পণ্ডিত হছে তাকে “শ্রুতকেবলী বলাযাএ । মহাবীর নির্বাণ পরে তিন জণা জ্ঞানি এবং ৫জণা শ্রুতকেবলী ছিল। এহার মধ্য অন্তিম শ্রুতকেবলী ছিল ভদ্রবাহু ।এই ভদ্রবাহু দক্ষিণ দেশ জাবাপর স্থলভদ্র যেকি জৈনসংঘর প্রধান ছিল । আগমর রক্ষাকরবা পাৰটলিপুত্র যতি এক মহান সভা কবাল । এই সভাতে ১১ অঙ্গ(গ্রন্থ) সঙ্কলিত ছিল এবং ১৪ পূর্ব অবশিষ্ট ভাগ একত্র করে দ্বাদশ অঙ্গ নির্মিত করল । যাহার নাম রাখল “দিট্টিবাদ

”(দৃষ্টিবাদ) । পাটলিপুত্র সঙ্কলিত এই অঙ্গ মধ্য কালক্রমে ধীরে ধীরে অব্যবস্থিত হল । এহাপর মহাবীর নির্বাণ দশম শতাব্দী (খ্রীষ্টাব্দ ৪৫৩তে) পুনর্বার সভা করল যাতে ১১ অঙ্গগ্রন্থ ইঙ্কলন হল । দ্বাদশ অঙ্গ সেইসময়তে লুপ্ত হল । এই সভার সভাপতি ছিল “দেবর্ধগণি ক্ষমাশ্রমণ ” ।

আগমৰ সূৰচী

শ্বেতাম্বৰদের সস্কুৰ্ঞ জৈন আগম ৰছঅ ভাগতে বিভক্ত । সেই মতে ক্ৰমতে হল -

ক) অঙ্গ - এহার সংখ্যা হৰেছ ঐগার । যথা (১) আৰচারঙ্গ , ২) সূত্ৰকৃতাঙ্গ ৩) স্থানাঙ্গ , ৪) সমবায়াঙ্গ ৫) ভগবতীসূত্ৰ ৬) জ্ঞাতাধৰ্মকথা ৭) উপাসকদশ , ৮) অন্তকৃতদশা ৯)অনুতপপাতিক দশা ১০) প্ৰশ্নব্যাকরণ এবং বিপাকসূত্ৰ

খ) উপাঙ্গ - এআর সংখ্যা হৰেছ বার । যথা - ১২) ঔপপাতিক ১৩) রাজপ্ৰশ্ন, ১৪) ঝঈঁশধজ্ঞম ১৫) প্ৰঝ্ঞাপনা ১৬) জম্মুদ্বীপ প্ৰঝ্ঞপ্ত ১৭) ৰছড্ৰ্যধফ্যঝ্ঞপ্তি, ১৯) নিরয়াবলী ২০) জল্পাবতংস ২১)পুষ্পিক ২২) ফউষ্পৰচুলিক এবং বৃষ্ণিদশা ।

গ) ফ্যখঈর্ণক - এআর সংখ্যা হৰেছ দশ । যথা -২৪০ ৰচতুঃশণণ ২৫)আতুর প্ৰত্যাখ্যান ২৬) ঙখ্থ ফত্তঝ্ঞা ২৭) সংস্তার ২৮) তণ্ডুলবৈতালিক ২৯) ৰচন্দ্ৰবেধক, ৩০) দেবেন্দ্ৰস্তব ৩১) ঘণিবিদ্যা ৩২) মহাপ্ৰত্যাখ্যান এবং ৩৩) বীরস্তব

ঘ) ৰেছদসূত্ৰ : এআর সংখ্যা হৰেছ ৰছঅ । যথা - ৩৪) নিশীথ ৩৫) মহানিশীথ, ৩৬) ব্যবহার ৩৭) আৰচারদশা বা দশাশ্ৰুত স্কন্দ ৩৮) বৃহত কল্প এবং ৩৯) কল্প অন্তিম গ্ৰন্থর স্থানতে জিন ভদ্ৰ রৰিচত জিন

কল্পর মধ্য গণনা করাযাএ ।

ঙ) সূত্র - এহার সংখ্যা হৰেছ দুই । যথা - ৪০) নন্দীসূত্র ৪১) অনুযোগদ্বারা সূত্র

ৰচ) মূলসূত্র - এহার সংখ্যা হৰেছ ৰচার যথা - ৪২) উতরাধ্যয়ন ৪৩) আবশ্যক ৪৪) দশবৈকালিক এবং ৪৫) পিণ্ড নিযুক্ত । তৃতীয় এবং ৰচতুর্থ মূলসূত্র নাম এবং পাক্ষিক সূত্র মধ্য লেখাগেৰেছ ।

উপযুক্ত সুৰৰচী দেখলে স্পষ্ট প্রতীত হএ যে অত গ্রন্থর রৰচনা কুনু এক কালেরৰচনা হতে পারেনা । এহার প্রাৰচীনতম ভাগ মহাবীর শিষ্য সহিত সম্বন্ধ এবং অর্বাৰচীন তম ভাগ দেবগণ সময় রৰচনা । এমন এই সমগ্র গ্রন্থরাশি রৰচনা খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ আরম্ভ করে খ্রীষ্টপর ৪০ পর্য্যন্ত হএৰিছল ।

(ক) অঙ্গদের বর্ণ্ণনা

১) প্রথম অঙ্গ হৰেছ আৰচারঙ্গ সূত্র । এহার দুৰিট বড বড ভাগ হৰেছ যাকে শ্রুতস্কন্দ বলে । এই গ্রন্থতে জৈন সাধুর আৰচার বিস্তৃত বর্ণ্ণনা আৰেছ ঃ ফ্যথম ভাগ দ্বতীয় ভাগ অপেক্ষা প্রাৰচীনতম । গ্রন্থর শৈলী ভাষণ অনুরূপ যাকে পৰঢলে জাণাপডে কুনু বক্তা ব্যাখ্যা করৰেছ । দ্বিতীয়খণ্ড অপেক্ষাকৃত নবীন অৰেট , এহার অঙ্গমান নাম হল ৰচূডা যাহার সংখ্যা হৰেছ তিনি । প্রথম দুৎ ৰচূডাতে ভিক্ষাবৃত তথা ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী । তৃতীয় ৰচূডাতে মহাবীর জিবনৰচরিত্র রহেৰেছ ভদ্রবাহু স্বকৃত কল্পসূত্র করেৰেছ ।

২) দ্বীতীয় অঙ্গ হৰেছ থঊথ্যখৃতাঙ্গ । এই সাধু জীবনৰচর্য্যা বর্ণ্ণনা সহিত জৈন মত প্রধান খণ্ড অৰেছ । এহা মধ্য দুই ভাগ আৰেছ ।এই গ্রন্থ বিভিন্ন ৰছন্দতে নির্মতি । উপদেশ শিক্ষাপ্রদ সুন্দর দৃষ্টান্ত অবতরণ করাগেৰেছ ।মনুষ্য বন্দন দুৎ প্রধান পাশ হল - কামিনী এবং কান । এহার ফান্দ নাপডে যতি বিশেষ উপদেশ দিআগেৰেছ । কামিনী জালতে পডে যতির দূরবস্থা

৩)তৃতীয় অঙ্গ হল স্থানাঙ্ভ -এই বৌদ্ধরা অঙ্গতর নকিয় সমান আরস্ক ক্রমে পাণ্ডিত্য বিবেৰচনা করাযাএ ।

৪) ৰচতুর্থ অঙ্গ হৰেছ সমবায়াঙ্গ : এইৰিটতে তৃতীয় অঙ্গ বিষয় অধিক বর্ণ্ণনা করাগেৰেছ ।এই তৃতীয় অঙ্গর পরিপূরক বোলে বলাযাএ ।

৫) পঞ্চ অঙ্গ হৰেছ ভগবতী সূত্র । মহাবীর ৰচরীত্র জাণবার জনে এই

বহি বহু বহু উপযোগি ।মহাবীর দৈবীগুণ সহিত মানবীয় গুণ বর্ণ্ণনা করাগেৰেছ । এহার বহু আখ্যান সংগ্রহ করে মহাবীর শিক্ষিত জনতাকে রোৰচক করিএৰেছ ।

৬)ষষ্ঠ অঙ্গ প্রকৃত নাম হৰেছ নায়াধম্মকহাত এবং এহার সংস্কৃত নাম জজ্ঞাত ধর্ম কথা ।জ্ঞাত এক রকম বিশিষ্ট কথা ।সাহিত্য দৃষ্টিতে এই কথা অতি সুন্দর । বৌদ্ধ ধর্মতে জাতক অতি মহত্ব । শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়কতে মল্লী নামে এক ব্যক্তি ৰিছল । দিগম্বর লোক আকে পুরুষ বোলে মানে পরন্তু শ্বেতাম্বর সংপ্রদায়ক লোক আকে স্ত্রী বোলে মানে । এই গ্রন্থতে উল্লেখ আৰেছ যে মল্লীকে বিবাহ করবার জনে অনেক পুরুষ এসেৰিছল ।

৭) সপ্তম অঙ্গর নাম হৰেছ উপাসদসাও (উপাসকদশা)। এই গ্রন্থতে উপাসকদের কর্তব্য বর্ণ্ণনা করাগেৰেছ । উপাসকরা কুথাএ রহিবা উৰিচত এবং কুন কার্য্য করবা উৰিচত তাই বর্ণ্ণনা করাগেৰেছ । এই গ্রন্থতে সহাজপুত নামক কথা রহেৰেছ ।যাই অনেক দৃষ্টিতে মহত্বপূর্ণ্ণ । পরন্তু মহাবীর তাকে বিভিন্ন উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত করে নিজের শিষ্য করল ।

৮-৯) অষ্টম এবং নবম অঙ্গ এক প্রকার এবং সাহিত্য দৃষ্টিতে এই দুই অঙ্গ মহত্ব অধিক নই ।অষ্টম অঙ্গর নাম অন্তকৃতদশা অর্থাত যে সংসারকে অন্ত করে ।এই গ্রন্থতে দশৰিট পরিচ্ছেদ আৰেছ পরন্তু আজকাল আঠৰিট অধ্যায় মাত্র উপলবধ ।

নবম অঙ্গর নাম অনুতরৌপপাতিকদশা অর্থাত সবথিকে উচ্চ স্বর্গ প্রাপ্ত ।আজকাল তিনৰিট অধ্যায় মিলৰেছ । এহা বহুত সূত্র রূপে

লিখিত ।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৰচরিত জৈন দৃষ্টিকোণতে বণ্ঞিত

১০) দশম অঙ্গর নাম প্রশ্নব্যাকরণ । এইৰিটতে জৈনধর্ম উপদেশ বিষয় প্রশ্ড় ও তার সমাধান আৰেছ । এইৰিট জৈনধর্ম সিধান্ত উপন্যাস আৰেছ ।

১১) একাদশ অঙ্গর নাম বিপাকসূত্র । বিপাক অর্থ হল কর্মর পরিপক্ক ।অতঃ শুভ এবং অশুভ কর্মর ফল এই অঙ্গতে বণ্ঞিত হএৰেছ । মহাবীর এই পূর্বজন্ম খথা কহে কর্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তি বিষয় বুঝাগেৰেছ ।

খ) উপাঙ্গ

১)প্রত্যেক অঙ্গ সহিত এই উপাঙ্গ সম্বন্ধ আৰেছ । উপাঙ্গ সংখ্যা হল ১২ ।প্রথম উপাঙ্গ নাম ঔপপাতিক । এহার প্রথম ভাগ মহাবীর পূণ্যভদ্র মন্দির যাত্রা কথা । মহাবীর জুন উপদেশ দিএৰেছ তাই কর্ম বিষয় ।

২) দ্বিতীয় উপাঙ্গ নাম হৰেছ রাজপ্রশ্ন । এইৰিট রাজা পয়েসী এবং জৈন সাধু কেশী বিষয় লিখা আৰেছ । পরন্তু কেশী যুক্তি দ্বারা উন্দ্রয় আত্মার সিধ কল এবং রাজা পয়েসী জৈনধর্ম দীক্ষিত হল । এই কথা ধার্মকি দৃষ্টিতে তত রোৰচক ।

৩-৪) তৃতীয় এবং ৰচতুর্থ উপাঙ্গ নাম হৰেছ জীবাধিরাম এবং প্রজ্ঞাপনা ।প্রথম গ্রন্থ তে জগতর প্রাণী দর্শন আৰেছ এবং সমুদ্র, দ্বীপ, দেবলোক আদি দর্শন বিশেষ রূপে করাগেৰেছ । দ্বীতীয় গ্রন্থতে মনুষ্য ভিতরে নানরকম - আর্য্য , অনার্য্য ও ম্লেৰছ বিস্তৃত বিবরণী আৰেছ ।

ডবল্যু এস. লিলিক্ক মতরে- বৌদ্ধধর্ম নিজ জন্ম ভূমিতে জৈনধর্ম রূপে উজীবিত। ভারতরে জখন বৌদ্ধধর্মর বিলোপ হল, তখনি জৈনধর্ম লোকপ্রিয় হল।

ওরমত এৰচ. এৰচ. উইলসন মধ্য জৈনধর্মকু বৌদ্ধধর্মর এক ৰখা বোলি বোলেৰেছ।

জনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মধ্যরে সাম্যগত গুণ পরিলক্ষিত হেবাথেকে বিস্কজন এমন মত প্রদান করেৰেছ।বুদ্ধ ও মহাবীর সমসাময়িক ৰিছল, যদিৰচ মহাবীর জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধ কনিষ্ঠ ৰিছল। দুজনের জন্ম ভারতর এক প্রান্তরে হএৰিছল এবং দুজন ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করৰিছল। জৈন-পরমপরা অনুযায়ী রুষভ প্রথম তীর্থঙ্কর এবং মহাবীর হৰেছ অন্তিম তীর্থঙ্কর সেমন বৌদ্ধ সাহিত্যতে মধ্য উল্লেখ আৰেছ দীপঙ্কর প্রথম বুদ্ধ এবং গৌতম হৰেছ সর্বষে বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ জবে তাঙ্ক মাতাঙ্ক গর্ভরে গর্ভস্থহেল, ওদিন তাঙ্ক মা মায়াদেবী এক তেহস্তীর স্বপ্ন দেখৰিছল।ওরমত মহাবীর জবে গর্ভস্থ হল, সেদিন তাঙ্ক মা ত্রিলা মধ্য তেহস্তীর স্বপ্ন দেখৰিছল। জৈনধর্মৰণ-ধর্ম থাকে। ভগবান বুদ্ধঙ্ক সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিক্ষকে ৰণ ভাবে পরিৰচয় দিৰিছল। পালি ত্রিপিৰটকতে মধ্য বুদ্ধঙ্কু মহৰণ বোলেৰেছ।

উভয় র্দ্ধনর পট্টভূমি ৰিছল নৈতিকতা।জৈন-র্দ্ধনর সম্যক র্দ্ধন, সম্যক-এ্ঞগান এবং সম্যক ৰচরিত্রকে স্বীকার করে।এহা বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গর এক সংক্ষিপ্তকরণ বোলে ভুল হবেনা। জৈনরা মানসিক কর্ম এবং ৰরীরিক কর্মর পরস্পর সমস্কে বিষে মত্ত্ব দিসৰেছ। বৌদ্ধ-র্দ্ধন মধ্য

মানসিক কর্মকু এক মহত্ত্বপূর্ণ স্থান দিএৰেছ।

বুদ্ধ এবং মহাবীর কবে নিজকে নূতন ৰিচন্তাধারার বোলে দাবি রৰিছলনা।মহাবীর জৈন ত্রয়োৰিং তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথঙ্ক সারত্ত্বকু পরিমার্জতি করে উপদ্ধে দিৰিছল। বুদ্ধ মধ্য বোলৰিছল, সে এক সংস্কারক মাত্র। উভয় মুখ্য উদ্ধে ৰিছল , যন্তণা ক্লিষ্ট মানব-সমাজকে দুঃখ পরিবারকে পরিত্রাণ করে মুক্তির পথ সংর্দ্ধন করৰিছল । দুহেঁ ততকালীন বৈদিক কর্মকাণ্ড় , জঞ্জ-পদ্ধৰিত , জন্মগত জাতিভেদ, হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ তীব্র বিরোধ করৰিছল । বৰচদ্ধ আর মহাবীর ভাগ্যবাদী ৰিছলনি । তাদের মতে আমরা কর্মথিকে উপজাত আর কর্মদ্বারা অমরা আমাদের ভাগ্য নিরূপণ করেথাকে ।

বৈদ্ধ আর জৈন র্দ্ধন পরিলক্ষিত হএ উপযুক্ত সাম্যগুণ থাকজনে আর মহাবীর অপেক্ষা বুদ্ধ অধিক লেকপ্রিয় হএৰেছ কত দর্শনিক জৈন-র্দ্ধনকে এক স্বতন্ত র্দ্ধন বোলে বিৰচার করেথাকে । কিন্তু জৈনধর্ম স্বতন্তরূপে বিকদ্ধিত হএৰেছ আর এহা বৈদ্ধধর্মর এক ৰখা নই , তাহা প্রমাণ করেৰেছ জর্মান বিদ্বান যাকোবী । সংপাদিত গল্পসূত্র ভূমিকাতে আর জর্জ বুল তাদের রৰিচত ভারতের জৈন-সংপ্রদায় পুস্তকতে । ষ্টিভেনসন মধ্য বহু গবেষণা করে জৈনধর্মকে বৌদ্ধধর্মথিকে স্বতন্ত বোলে সিদ্ধ করেৰেছ ।

কিন্তু এই দুই বিৰচারধারাতে মৌলিক উপাদান হিন্দু-ধর্ম বিদ্যমান. তাই অস্বীকার করতে হবেনা । হিন্দুদের সন্যাস ধর্ম আর সন্যাসীদের কর্ত্তব্য আর বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের জনে নির্দ্ধারিত ব্রতমধ্য

সাম্য দেখতে মিলে , তাই বিৰচার কলে জাণাযাএ ভিক্ষুসংঘ জনে

নিয়ম প্রণয়কলে জৈন বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দু সন্যাসধর্ম মৌলিক উপাদান গুণ বিশেষ অনুকরণ করেৰেছ ।তাইজনে প্রমাণিত হএ যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম এক শাখা নই । যেমতন হিন্দুধর্ম প্লাৰিচনতা অবিসংবাদিত আর বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম সংস্থাপক মহাবীর সমসাময়িক, তাইজনে জৈনধর্ম স্বতন্ত ধর্মরূপে বিকশিত । ৰেটলর এহি তথ্যকে পুষ্ট করতে যাতে ষ্টিভেনসন গন্থ : দি হাৰর্ট অফ জৈনিজমঃ মুখবন্ধ লিখেৰেছ - :জৈন সিদ্ধান্ত বিদ্রো কন্যা হলে মধ্য সে ব্রাহ্মণ্যবাদ কন্যা তাই সর্বদা মনে রাখতেহবে ।

তীর্থঙ্কর

জৈনধর্ম পৃথিবীর প্লাৰচীনতম ধর্ম মধ্য অন্যতম । জৈনঙ্ক অনুযায়ী তাঙ্ক ধর্ম অনাদি আর কালথিকে প্রৰচলিত ।প্লত্যেকযুগে ৰচৰিগোৰিট তীর্থ আবিভূত হএ এই প্লাৰচীন ধর্ম পুনরুথান মাত্র করেথাকে । জৈন পরমপরা অনুযায়ী ৰচৰিগোৰিট তীর্থ হৰেছ - রুষভ, অজিত, সংভব, অভিনন্দন,সুমতি, পদ্মপ্রভ, পুষ্পদন্ত,ৰীতল,শ্রেয়াংস, বাসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত , ধর্ম,ৰান্তি , কুন্থূ , অরি, মল্লি, মুনিসুব্রত, নিমি, অরিষ্টনেমি, পর্শ্বনাথ আর মহাবীর ।

যাকোবী আর অন্যকত বিদ্বান প্রথম তীর্থ রুষভঙ্ক এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করেথাকে কিন্তু ঐতিহাসিকগণ পার্শ্বনাথ আর মহাবীর ব্যতীত অন্য কানু তীর্থঙ্কর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেনি । শ্রীমদভাগবত

পঞ্চম স্কন্ধ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ আর মনাস্মৃতিপরি হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ মধে রুষভঙ্ক নাম উল্লেখ আৰেছ । তাই এহা প্রমাণিত করে জৈনধর্ম মহাবীরথিকে মধ্য প্লাৰচীনতর ।

প্রথম তার্থঙ্ক রুষভঙ্ক বিষয় কথিঞ্জ আৰেছ যে তাদের ডভাকনাম আদিথাথ ৰিছল । সে অযোধ্যা রাজ্যর স্কন্ধ বংশতে জন্ম গ্রহণ করেৰিছল । তাদের দুই পত্নী ৰিছল একৰিট পত্নী গর্ভথিকে ভরত ও ব্রহ্মী আর অন্য পত্নী গর্ভথিকে বহুবলী ও সুন্দরী জন্ম গ্রহণ করেৰিছল । রুষভ তাদের বর্ণমালা ,গণিতবিদ্যা আদি শিখেৰিছল । শেষে ভরতঙ্ক হস্ত রাজ্য সমর্পণ করে বনপ্রস্থ অবলম্বন করেৰিছল ।সন্যাসী ভাবে দূরদূরান্তর পরিভ্রমনকরে সে দিব্যজ্ঞান অধিকারী হএৰিছল আর শেষে কৈলাস পর্বত তাদের মহানির্বাণ হএৰিছল ।

তীর্থমানঙ্ক মধে অনেক অযোধাকে ইক্ষা বংশ জন্ম গ্রহণ করেৰিছল আর সম্মেদপর্বততে নির্বাণ প্লাপ্তি হএৰিছল । জৈনগ্রন্থ গুণ তীর্থ পঞ্চ কল্যাণ যথা স্থ গর্ভস্থ হেবা, জন্ম, তপশ্চর্য্যা , কৈবল্যপ্রাপ্তি আর নির্বাণ সম্বদ্ধ একি প্রকার বর্ণনা দেখতে মিলে ।

ভগবান পার্শ্বনাথ পূর্ব তীর্থঙ্কর নাম নেমিনাথ । জৈন পরমপরা অনুযয়ী নেমিনাথ যাদবদের প্রিয়ৰিছল আর বাসুদেব কঅষ্ণসংপর্কীয় ভাই ৰিছল । সে শৌর্য্যপুর রাজা সমুদ্রবিজয় পাত্র ৰিছল । রাজা উগ্রসেন কন্যা রাজিমতি সহ তাদের বিবাহ হএৰিছল । কথিঞ্জ আৰেছ যে রৈবত (গিরনার) পর্বত শিখিরে সে নির্বাণ
প্লাপ্ত হএৰিছল ।

পার্শ্ব ও মহাবীর

ভগবান পাৰ্শ্বৰ ঐতিহাসিকতাকু স্বীকার করৰেছ। সে সম্ভবত মহাবীরঙ্কথেকে দুহ পৰচাৰ বর্ষপূর্বে বারাণাসীতে জন্ম গ্রহণ করৰিছল। তিরিৰ বর্ষ বয়সে সে গৃহত্যাগ করে সন্যাসব্রত গ্রহণ করৰিছল এবং তেয়াঅৰি দিন পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করে তক্পরদিন সর্বজ্ঞতা প্ৰাপ্ত হয়ৰিছল। সতুরি বর্ষ ধরি জৈনধর্মর প্ৰসার করে একশত তম বর্ষরে সম্মেদশিখরে সে নির্জরা *াভ করেৰিছল।*

ভগবান পাৰ্শ্বঙ্ক প্রতিপাদিত জৈনধর্ম ভারতর বিভিন্ন ভাগতে প্ৰসার লাভ করেৰিছল। ভারতর মধ্যভাগ তথা পূর্বাঅঞ্চলর ক্ষত্রিয়মানঙ্ক মধ্যরে এহা অত্যন্ত লোকপ্রিয় ৰিছল ।বৈশালী এবং বিদেহর বজীগণ ভগবান পাৰ্শ্বঙ্ক পরম ভক্ত ৰিছল। মহাবীরঙ্ক পরিবার মধ্য ভগবান পাৰ্শ্বঙ্ক অনুগামী ৰিছল। তবে মহাবীর বাল্যাবস্থারু পাৰ্শ্ব তথা তাঙ্ক প্রৰচারিত ধর্ম সহিত পরিৰিচত ৰিছল।মহাবীর পাৰ্শ্বঙ্কু পুরুষাদানীয় বা লোকনেতা ভাবে মান্য করৰিছল।

ভগবান পাৰ্শ্বঙ্ক দ্বারা উপদিষ্ট ৰচারৰিট ব্রত হল -অহিংসা, সত্য, অৰেচৌর্য্য এবং অপরিগ্রহ। যদিও এহি ব্রত মধ্যতে ব্রহ্মৰচর্য্য অন্তনিহিত, তথাপি মহাবীরঙ্ক সময়তে জৈনসাধুগণ প্রৰচার কলে পাৰ্শ্ব অব্রহ্মৰচর্য্যর নিষেধ করৰিছলনা।এহিধারণাজনে সেমানঙ্ক অৰচাররে শিথিলতা দেখাদিল। এই স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে মহাবীৰ ব্রহ্মৰচর্য্যকেএক স্বতন্ত ব্রতরূপে অবস্থাপন কল । উত্তরাধ্যয়ন সূত্রতে উল্লেখ আৰেছ যে পাৰ্শ্ব তথা মহাবীরঙ্ক অনুগামী দুই প্রকার মতভেদ ৰিছল ।প্রথম ব্রতজনিত আর

দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধানজনিত । পার্শ্ব ৰচারৰিট ব্রতর উপদ্দে দিএথাকবা স্থলে মহাবীর এইৰিটতে পঞ্চম ব্রত ব্রহ্মৰচর্য্যকে সংযোগ করেৰিছল আর সাধুরা পার্শ্ব ব্রহ্মৰচর্য্যকে অনুমতি দিএথাকবা স্থলে মহাবীর বস্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ করেৰিছল ।

ভগবান মহাবীর মুনিদিকে নির্বস্ত্র রহিবাজনে পরার্ম্শ দিএৰিছল, তাই বুঝাবার জনে গৌতম পার্শ্বস্যিকে বলেৰিছল -

ল্ল ভগবান মহাবীর দেখলযে তাদের সময় মুনিরা বেশভূষাজনে আসক্ত হৰেছ । মুনি জীবন আসক্তি হ্রাস করবা স্থলে তারা বেশ পরিপাৰিটপ্রতি আসক্ত হৰেছ কেমতন ? তাই ৰিচন্তা করে ভগবান তাইদিকে সদা নির্ব্বস্ত রহিবাজনে পরামর্শ দিল । বেশভূষা তাইদিকে সাধারণ আবশ্যকতা থিকে পূর্ত্তি করৰিছল , মাত্র তাই মুক্তি সাধন নই । মুক্তি সাধন হৰেছ - জ্ঞান, দর্শন আর ৰচরিত্র । ল্ল

এই বিষয় পার্শ্ব আর মহাবীর মধে কানু মতভেদ নেই ।

শ্বেতম্বর ও দিগম্বর

ৃজনধর্মতে দুই গোষ্ঠি সাধু দেখাযাএ - ১) শ্বেতম্বর ২) দিগম্বর শ্বেতম্বর জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে । শুভ্রবস্ত্র তাদের পবিত্রতার প্রতীক ।তারা নরমপন্তী ভাবে পরিৰিচত । জৈনধর্ম মুখ্যভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা মার্জতি রুৰিচবোধ উপরে মধ্য গুরুত্ব আরোপ করেৰিছল ।

ল্ল দিগম্বর ল্ল অর্থ হৰেছ আকাশ যাহার বস্ত্র । দিগম্বর সাধু কানু প্রকার বস্ত্র পরিধান নাকরে নগ্ন রহেৰিছল । গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাইদিকে ল্ল নগ্নদার্শনিক ল্ল বোলে উল্লেখ করেৰিছল ।সেই সংপ্রদায় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নিরঙ্কুণভাবে রহেৰিছল , কিন্তু মুসলমান রাজত্ব ল্ল নগ্নতা ল্ল নিষিদ্ধ করেৰিছল ।

মহাবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব জনে সে এই উভয় গোষ্টি মধ্য এক অপূর্ব সমন্বয় স্তাপন করেৰিছল । সময় দৃষ্টিতে কানু গোষ্টি প্রৰচীন, সে বিষয় বিভিন্ন আলোৰচক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেৰিছল । কিন্তু এ সম্বদ্ধ কানু নির্দ্ধষ্টি তথ্য আজপর্য্যন্ত মিলেনি । মূল জৈনধর্ম কেমতন প্রথমে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর বিভাজিত হএৰিছল, তার কারণে দর্শাতে যিএ আলেৰচকগণ বিভিন্ন কিংবদন্তি আশ্রয় নিএৰিছল ।

শ্বেতাম্বর মত অনুযাই একবার মগধ রাজ্যতে দুর্ভিক্ষ পড়ল । সে সময়ে জৈনসংঘতে মুখ্য ৰিছল ভদ্রবাহু । এই মরুড়ি প্লকোপ থিকে রক্ষাপাবাজনে সে বারহ ভিক্ষুঙ্ক সহিত দাক্ষিণাত্য যাত্রা কল । সে দিগম্বর ৰিছল আর দাক্ষিণাত্য মধ্য নিজ গোষ্টি পরমপরাকে নিষ্টার সহ পালন করৰিছল । তাদের অনুপস্থিত স্থুলভদ্র সংঘর মুখ্য দায়িত্ব নিএ সংঘর নীতি -নিয়ম কিৰছু কোহল করেৰিছল আর ভিক্ষুরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে অনুমতি প্রদান কল । কিৰছু বর্ষর পরে ভদ্রবাহু সংঘর এই অবস্থা দেখে ক্ষুবধ হএৰিছল মধ্য ভিক্ষুরা পুনরায় দিগম্বর হবা নিমিত বাধ্য করেৰিছলনি ।

শ্বেতম্বর আর দিগম্বর পারমপরা সৃষ্টিপিৰছুনে এক ৰচমত্কার গল্প শুনতে মিলে ।ৰবভূত নামে জনৈকশ্রমণ কানু এক রাজা দীক্ষা গুরু ৰিছল সেই রাজা শ্রীভূতি এক সুন্দর কম্বল উপহার স্বরূপ দিএৰিছল ।সেই কম্বল দেখে শ্রীভুত গুরু তাকে বলিল যে সন্ন্যাসী কানু বস্তুপ্রতি আসক্তিভাব রহিবা অনৰিচত । তাই সেই রাজদত্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করবা নিমিত্ত সে পরামর্শ দিএৰিছল । কিন্তু শ্রীভূতকে সে কম্বলৰিট অত ভাললাব যে সে তাহা পরিত্যাগ করবা নিমিত্ত কাণ্ঠত হল । এক দিন শ্রীভূতি অনুপস্থিতিতে তাদের গুরু সেইশ্বেতবস্ত্রৰিট ৰিছন্নভিন্ন করেদিল । শ্রীভূতি এই ঘৰটণা জানবা পরে ক্রেধান্বিত হএ প্রতিজ্ঞা কলযে সে তাদের অতি প্রিয় সামান্য এক বস্তুর অধিকারী হবাজনে অসমর্থ, তাহলে সে কানু বস্তুপ্রতি আসক্ত হবেনা বা কানু বস্ত্র পরিধান করবেনা । সর্বস্বত্যাগী হএ স্বধর্মরূপে সে নগ্নতা ধর্মকে গ্রহণ করবে । শ্রীভূতির ভগ্নী সংঘতে সম্মিলিত হবা নিমিত্ত ৎচ্ছা প্রকাশ করবা শ্রীভূতি. বারণ কল যে জৈনসংঘ প্রবিষ্ট হবা নিমিত্ত নারীকে পুনরায় দৰচরুষভাবে জন্ম গ্রহণ করতেহবে । এই গল্প ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বদ্ধ কৰচু বলাযাএনা , কিন্তু নারীরা যে দিগম্বর সংঘতে সম্মলিত হএ ৰিছলনি , তাই এই কাহাণী থিকে সুস্পষ্ট । মহাবীর জীবনৰচরিত তথা জৈনদর্শন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বদ্ধ শ্বেতাম্বর ও বিগম্বর মধ্যে মত পার্থক্য দেখতে মিলে ।

শ্বেতাম্বর মতানুযায়ী মহাবীর যদি ত্রিশলাক্ষ গর্ভথিকে জন্ম গ্রহণ করে

তথাপি ভ্রূণ রূপরে সে প্রথমে ব্রহ্মণী যুবতী দেবানন্দাঙ্ক গর্ভরে স্থান পিসৰেছ ।ভ্রুণ্ড্ৰসংৰচার তেয়াৰ্ম্বি দিবসপরে ইন্দ্রদেবতা দ্বারা তাই দেবানন্দ গর্ভথিকে ত্ৰিলাঙ্ক গর্ভথিকে স্থানান্তরিত হএৰিছল । এই কিংবদন্তি মুখ্যতঃ তিনৰিট জৈনগ্রন্থ - যথা আৰচারাঙ্গ , কল্পসূত্র তথা ভগবতী সূত্রতে দেখতেমিলে । যাকোবী মত অনাসারে মহাবীর পিতা রাজা সিদ্ধার্থঙ্ক দুৰিট পত্নী ৰিছল , ব্রাহ্মণী পত্নী দেবানন্দা ও ক্ষত্রিয় পত্নী ত্ৰিলা । কিন্তু এহা গ্রহণ যোগ্য নই , সে সময়ে বেজাতি-বিবাহ এক গৰ্হতি অপরাধরূপে পরিগণিত হৰিছল । সর্বাঅপেক্ষা গ্রহণযোগ্যমত মত হৰেছ মহাবীর পালিতা মাদেবানন্দা ৰিছল । এখানে আৰচারঙ্গা এক মতকে করাযাতেপারে । এইৰিট উল্লেখ আৰেছ যে পাঞ্চ জণ ধাত্রী মহাবীরের যত্ন নিৰছল । তাদের মধে এক ধত্রী কাৰছথিকে স্তন্য পান করৰিছল । এ সমস্ত ঘৰটণাবলি দ্দিগম্বররা ভ্রমাত্মক বোলে বিবেৰচনা করে এথি প্রতি কানু গুরুত্ব আরোপ করৰিছলনি ।

শ্বেতাম্বর মতানুযাযী মহাবীর শৈশব থিকে ৰিচন্তাশীল ৰিছল ও গৃহত্যাগী হবার সকল ইচ্ছা সত্ত্বে সে গৃহত্যাগ করতেপারৰিছলনি । মাত্র দ্দিগম্বর কহে যে মহাবীর তিরিশ বর্ষর পর্য্যন্ত রাজকুমার মতন রাজভোগ করে হঠাত সংসার অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুর হৃদয়ঙ্গম করে গৃহত্যাগ করেৰিছল ।

দ্দিগম্বর মত অনুযায়ি পূর্ব ও আগম গ্রন্থগুন অনুপলবধ আর শ্বেতাম্বর অনুযায়ি কেবল আগমি গ্রন্থগুন সুরক্ষিত ।

শ্বেতাম্বর মত অনুযায়ি মহাবীর বৈরাগ্য-বৃত্তিযুক্ত হএ মধ্য নিজের পিতা মাতা আত্মসন্তোষ বিধান নিমিত্ত জিতশত্রু কন্যা যশোদাকে

বিবাহ করেৰিছল কিন্তু দিগম্বর মততে মহাবীর বিবাহ কবে হলে হএনি ।

শ্বতাম্বর মত অনুযায়ি স্তী মধ্য তীর্থঙ্কর হতে পারে । তাইজনে স্তীদিকে দীক্ষিত করাযাৰিছল । কিন্তু দিগম্বর নারীদিকে সংঘ সম্মিলিত হবার জনে অনুমতি দিৰছল ।তাদের মতে কৈবল্যলাভ নিমিত্ত নারীদিকে পুনশ্চ পুরুষভাবে জন্ম নিতে হবে ।

আৰচার্য্যঙ্ক জীবনী সংপর্ক শ্বেতাম্বর ৰচরিত শস্কপ্রয়োগ করবাস্থলে দিগম্বর পুরাণ শদ্ধ প্রয়োগ করেৰিছল ।

জৈন পুরাণ

যুন গ্রন্থ মান প্রাচীন মহাপুরুষমান পুণ্যচরিত বর্ণ্ণনা করাযাএ সে সবকে পুরাণ বলাযাএ ।.জৈনধর্মর ত্রয় সংখ্যক বিশেষ প্রভাবশালী মানবীয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ কল । তাকে শলাকা পুরুষ বলাযাএ । এই শলাকা পুরুষ মধ্যতে ২৪ জণা তীর্থঙ্কর ১২ জণ ৰচক্রবর্তী , ৯ জণা বাসুদেব এবং ৯ জণা প্রতিবাসুদেব আছে ।এই মহাপুরুষ জীবন চরিত্র দর্শন করবা এই জৈন পুরাণ লক্ষ্য । দিগম্বর লোক এই গ্রন্থকে পুরাণ নামতে অভিহিত করে এবং শ্বেতাম্বর লোক একে চরিত্র বলে । রামায়ণ , মহাভারত তথা ভাগবত সুপ্রসিধ অখ্যোমান জৈনলোক রাম, কৃষ্ণ এবং পাণ্ডব জৈনধর্ম অনুযায়ী বোলে ।ব্রাহ্মণ কথা সহিত জৈন তুলনা কলে মহত্বপূর্ণ্ণ বিষয় জাণাপডে, যাই ধার্মকি সাহিত্যৰ ইত্তিহাস অত্যন্ত মূল্যবান ।

রামৰচরিত -রামচরিত সবথিকে প্রাচীন প্রতিপাদক কাব্যগ্রন্থ হল -

১) পউমচরিয় - (পদ্মচরিত) যাই বিশুধ জৈন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃততে তথা আর্য্য ছন্দমানঙ্কতে নিবিধ করাগেছে।জৈনগ্রন্থমানঙ্কতে পদ্মভ অভিপ্রায় হল রামৰচন্দ্র।বিমলসূরি এ গ্রন্থর রৰচয়িতা অৰেট। পরিমাণ তথা সৌন্দর্য্য উভয়দৃষ্টিথেকে এ গ্রন্থহৰেছ অনুপম।এতে একশো অঠর গোটি সর্গ (উস্কেশ্য)আছে।এহার কবিতা অতিসুন্দর, স্বাভাবিক তথা সরস অটে।এ গ্রন্থকে আদর্শ মেনে পরবর্তী কালতে জৈনকবিরা রামচরিতর বর্ণ্ননা করেআছে। “পউমচরিয় রচনা কাল হল বীরনির্বাণ সংবত ৫৩০বা বিক্রমী ৬০ শস্ক।

২)পদ্মচরিত - এহা প্রাকৃথ “ফউমচরিয় হছে সংস্কৃত ৰূপ । এহার রচয়িতা রবিষেণ , যে বিক্রমী ৬৩৪ এই কাব্য রত্ন রচনা কল । কবিতা দৃষ্টিতে এহা হছে শ্লাঘনীয় রচনা । অনুষ্ট ছন্দ বিশেষতঃ প্রয়োগ আছে । এই পদ্য সরল হএ মধ্য স্বাভাবিকতা তথা সরসতা সস্কন্ন । জৈনকাব্য হবা কারণ হিংসা করবা দুষ্করিণাম বিস্তুত বৰ্ঞ্ঞনা অনেক অধ্যায় মান করাগেছে ।

৩)উতরপুরাণ - ৩৮ পর্ব এবং হেমৰচন্দ্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ত্রিষষ্ঠঈশলাক পুরুষ ৰচরিত সপ্তম পর্বর রামৰচরিত প্রশস্ত বৰ্ঞ্ঞনা করাগেৰেছ ।

মহাভারত কথা (১) মহাভারত কথাকে জৈন লোক নিজর করেছে । এই বিষয় সবথিকে প্রাচীন গ্রন্থ “হরিবংশ পুরাণ যাহাৰ পুব নাম হল বৃহত হবিবংশ পুবাণ বা অরিষ্টনেমি পুরাণ সংগ্রহ হরিবংশ । কবি জিনসেন এই গ্রন্থর রচয়িতা এবং ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দতে এই গ্রন্থ রচনা কল

। এইটিতে কৃষ্ণ এবং বলরাম বিষয় জৈন দৃষ্টিতে নিবধ করাগেছে।কৃষ্ণঙ্ক সংগে সম্বন্ধ দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমি বা নেমিঙ্কর জীবন চরিত নিবধ করাগেছে। এ কৃষ্ণঙ্কর মামার ছেলে ভাই ছিল। কবিঙ্ক মততে কৌরব, পাণ্ডব, কৃষ্ণ আদি সমস্ত মহাপুরুষ জৈনধর্ম স্বীকার করে নির্বাণ প্রাপ্ত করেআছে। এগ্রন্থতে ৬৬ গোটি সর্গ রহেছে।

২)সকলকীর্তী এবং তাঙ্ক শিষ্য জিনবাস ৫দশ শতাব্দিতে অন্য এক হরিবংশরচনা করেছিল।এ কাব্যগ্রন্থ কেবল ৪৯ গোটি অধ্যায় বিশিষ্ট এবং প্রথম হরিবংশ থেকে ছোট।

৩)মূলধারী দেবপ্রভু সুরি কাছাকাছি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দরে " পাণ্ডবচরিত নামক গ্রন্থ লিখেছিল এথিরে ১৮টি সর্গ রহেছে, যহিঁতে মহাভারতর ১৮ গোটি পর্বর কথা সংক্ষেপরুপতে দিআগেছে। জৈনধর্ম সম্মত অনেক বিষয়র বর্ণ্ণনা মধ্যস্থানেস্থানে করাগেছে। রাম এবং কৃষ্ণঙ্ক অতিরিক্ত অন্য মহাপুরুষ (শলাকা পুরুষ) মানঙ্কর চরিত নিম্নলিখিত গ্রন্থমানঙ্কতে নিবধ করাগেছে।

১)মহাপুরাণ- এহার পুরা নামহল ত্রিষষ্ঠীলক্ষণ মহাপুরাণ। এহার রচয়িতা আচার্য্য জিনসেন এবং তাঙ্ক শিষ্য গুণভদ্র। গ্রন্থর রচনাকাল হছে নবম শতকর আরম্ভ। জিনসেন ৬৩ জন শলাকাপুরুষঙ্ক জীবনচরিত লেখবা ইচ্ছাতে এ মহাপুরাণর আরম্ভ করেছিল।পরন্তু মাঝখানে তাঙ্কর দেহান্ত হএযাবা কারণ থেকে তার পুর্তী তাঙ্ক শিষ্য বীরভদ্র করেছিল।মহাপুরাণ দুইভাগতে আছে । ক)আদিপুরাণ খ) উতরপুরাণ । আদিপুরাণ প্রথম তীর্থ আদিনাথ বা রুষভদেব চরিত